

তৃতীয় দার্স

الدرس الثالث

পোশাক-পরিচ্ছেদের কিছু সুন্নত ও আদব

من سنن اللباس وآدابه

১। নতুন পোশাক পরার সময় যে সুন্নাহটি মুসলিমকে পালন করতে হয়, তা হলো দুআ পড়া। আবু সাঈদ খুদরী-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-صلى الله عليه وسلم-যখন কোন নতুন কাপড় পেতেন, তখন সেটা জামা অথবা পাগড়ি যা হতো সেই নাম উচ্চারণ ক'রে বলতেন, “আল্লাহুম্মা লাকাল হামদু আস্তা কাসাউতানী-হ, আসআলুকা মিন খায়রিহি অ খায়রি মা সুনিয়া লাহ্, অ আউযু বিকা মিন শাররিহি অ শাররিমা সুনিয়া লাহ্” (হে আল্লাহ! তোমারই জন্য সকল প্রশংসা। তুমিই আমাকে এ কাপড় পরিয়েছো। আমি তোমার কাছে এর মধ্যে নিহিত কল্যাণ ও এটা যে জন্য তৈরী করা হয়েছে সেসব কল্যাণ প্রার্থনা করছি। আর আমি এর অনিষ্ট এবং এটি যার জন্য তৈরী করা হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় কামনা করছি)। (আবু দাউদ ৪০২০ (২) ডান দিক থেকে পরতে আরম্ভ করাও সুন্নাহের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, আয়েশা (রাযীআল্লাহু আনহা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেছেন, “রাসূলুল্লাহ-صلى الله عليه وسلم-পবিত্রতা অর্জন, মাথা আঁচড়া এবং জুতা পরা সহ প্রত্যেক কাজে যতদূর সম্ভব ডান দিক থেকে আরম্ভ করাকেই ভালবাসতেন।” (বুখারী ৪২৬-মুসলিম ২৬৮) অনুরূপ যখন জুতা পরিধান করবে, তখনও ডান দিক হতে শুরু করবে এবং যখন খুলবে, তখন বাম দিক থেকে খুলবে। কেননা, আবু হুরাইরা-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-صلى الله عليه وسلم-বলেছেন, “তোমাদের কেউ যখন জুতো পরবে, তখন সে যেন ডান পা দিয়ে শুরু করে এবং যখন জুতো খুলবে, তখন যেন বাঁ পা থেকে আরম্ভ করে। আর জুতো পরলে দু'টোই পরবে, খুলে রাখলে দু'টোই খুলে রাখবে।” (বুখারী ৫৮৫৬, মুসলিম ২০৯৭) (৩) মুসলিমের স্বীয় কাপড় ও শরীর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখাও সুন্নাহের আওতাভুক্ত বিষয়। কাজেই সে এ দু'টোর (কাপড় ও শরীরের) পবিত্র রাখার যত্ন নিবে। কেননা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা হলো প্রত্যেক সৌন্দর্যের এবং চমৎকার দৃশ্যের মূল। ইসলাম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং শরীর ও কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার বিশেষ যত্ন নিতে বলেছে। (৪) সাদা কাপড় পরিধান করা মুস্তাহাব। ইবনে আব্বাস-رضي الله عنه-থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ-صلى الله عليه وسلم-বলেছেন, “তোমাদের কাপড়ের মধ্যে সাদা (রঙের) কাপড় পরো। কারণ এটা তোমাদের উত্তম কাপড় এবং এতেই তোমাদের মৃতদেরকে কাফনাও।” (আবু দাউদ ৩৮৭৮) (৫) রকমারি পোশাক ও বৈধ সৌন্দর্য গ্রহণের ব্যাপারে মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ [الفرقان: ৬৭]

“এবং তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।” (ফুরকান ৬৭) আর বুখারী শরীফের হাদীসে রাসূলুল্লাহ-صلى الله عليه وسلم-বলেছেন,

((كُلُوا وَاشْرَبُوا وَابْسُوا وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلَا حَيْلَةٍ)) رواه البخاري

“খাও, পান করো, পরিধান করো এবং সাদকা করো অপচয় ও অহংকার ছাড়াই।” (বুখারী)